The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp. 29 - 40)
Published in December, 2025

ইসলামে স্বপ্নের তাৎপর্য ও করণীয়: একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম *

প্রতিপাদ্যসার: নিদ্রা মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিদ্রাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক বিশেষ নেয়ামত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত সময়ে মানুষ তাঁর ইচ্ছার বাহিরে ভালোমন্দ অনেক কিছু দেখে থাকেন, যাহা স্বপ্ন হিসাবে পরিচিত। কখনো মানুষ তা দেখে আনন্দিত হয় আবার কখনো খুবই বিচলিত ও আতঙ্কিত হয়। পবিত্র হাদীছ শরীফে স্বপ্নকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- এক প্রকার হলো " الرؤيا الصالحة" অর্থাৎ সৎ ও পরিশুদ্ধ স্বপ্ন। দ্বিতীয় প্রকার হলো 'حديث النفس'। ইহা মানুষের কল্পনা ও চিন্তাভাবনার অনুগামী কিছু চিত্র যা নিদ্রাবস্থায় মানুষের চোখে ভেসে উঠে। তৃতীয় প্রকার হলো "تخويف الشيطان"। ইহা শয়তানকর্তৃক চিত্রায়িত কিছু ছবি যা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে বিচলিত ও বিষণ্ন করে। তবে এই বিভক্তি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও আম্বিয়া কিরামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের স্বপ্ন সর্বদা অহীর অন্তর্ভুক্ত। হাদীছ শরীফে স্বপ্নকে অহীর ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কারণ রাসূল সা.এর তেষট্টি বছর নবুওয়্যাতি জীবনের প্রথম ছয় মাস একান্ত সঠিক স্বপ্নের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছিলো। তখন তিনি যা-ই দেখতেন তা-ই সত্য প্রমাণিত হতো। তাই নবীগণ স্বপ্ন যোগে কোনো বিষয়ে আদিষ্ট হলে তা বাস্তবায়ন করা তাদের জন্য অপরিহার্য। এ- কারণেই ইবরাহীম আ. নিজের পুত্র ইসমা'ঈল আ.কে কুরবানি করার আদেশ পালন করেছিলেন এবং রাসূল সা. ষষ্ট হিজরীতে 'উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং 'আয়িশা রা.কে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন। তবে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কারো জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। যদি স্বপ্ন ভালো হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি মন্দ হয় তাহলে শয়তানের পক্ষ থেকে; এমনটি ধর্তব্য। সত্যস্বপ্ন যেহেতু অহীর অন্তর্ভুক্ত তাই মিথ্যা স্বপ্ন বলা মহা জগন্য অপরাধ। কারণ তা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সমতুল্য। ভয়ের উদ্রেক হয় এমন স্বপ্ন দেখলে, কয়েকটি কাজ করা উচিত। এক. বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করা। দুই. পার্শ্ব পরিবর্তন করে অন্যদিকে ঘুরে যাওয়া। তিন.ইস্তিগফার করা। চার. দু'রাকা'আত নামাজ পড়া। পাঁচ. বিচলিত ও আতঙ্কিত না হওয়া। ছয়. উক্ত স্বপ্ন কারো নিকট প্রকাশ না করা। আর যদি স্বপ্ন উত্তম হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা একমাত্র এমন লোকদের নিকট থেকে জানার চেষ্টা করা, যারা স্বপ্নের তা'বীল বিষয়ে পারদর্শী এবং স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য কল্যাণকামী। স্বপ্নে রাসূল সা.-কে দেখা সম্ভব এবং তাতে মিথ্যা হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে কোনোভাবেই রাসূল সা.এর পরিচয় ধারণ করে উপস্থিত হতে সক্ষমতা দান করেননি। কারণ এমনটি সম্ভব হলে, মানুষ বিভ্রান্ত হবে এবং অহী সংশয়-সন্দেহ থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর দালিলিক বক্তব্য উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র তাওফীক দাতা।

ভূমিকা

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণ সকল জীবের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। মানুষ পুরো দিন পরিশ্রম করে আর রাত্রে বিশ্রাম গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন আমি নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম স্বরূপ এবং রজনীকে করেছি পোষাক স্বরূপ (আল-কুরআনুল কারীম ৭৮:৯-১০)। নিদ্রাকালীন সময়ে মানবাত্মা দেহ থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জগতে বিচরণ করে, যাকে রূহের জগত বলা হয়। আর নিদ্রা কেটে গেলে বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত গতিতে উক্ত আত্মা দেহের সাথে সয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃস্থাপিত হয়ে যায়। অধিকাংশ লোক নিদ্রাকালীন সময়ে ভালো-মন্দ অনেক কিছু দেখে থাকেন, উহাকে স্বপ্ন বলা হয়। ভালো কিছু দেখলে দেহমনে এক ধরনের প্রশ্বস্তি ও সুখ অনুভূত হয়, আর মন্দ কিছু দেখলে দেহমন আতঙ্কিত ও অবসাদগ্রস্ত হয়। তবে স্বপ্ন দেখা কিংবা নাদেখা কোনোটি মানুষের ইখতিয়ারভূক্ত নয়। এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো একদিকে কিছু মানুষকে স্বপ্নের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন মনোভাবাপন্ন দেখা যায়, অন্যদিকে কিছু মানুষকে স্বপ্ন নিয়ে খুবই বিচলিত ও আতঙ্কিত দেখা যায়। অনেক সময় তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বলিত বই পুস্তক দেখে ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা প্রদান করতেও দ্বিধা করে না। ফলে অনেক সময় সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমাজকেও অস্থির করে তোলে। তাই এ বিষয়ে ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা জানা খুবই জরুরী। উল্লিখিত তাগিদ থেকেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র তাওফীকদাতা।

স্বপ্নের পরিচিতি

'স্বপ্ন' একটি বাংলা শব্দ। এর অর্থ- নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মনের অনুভূতি ভাবাবেগ চিত্রকল্প প্রভৃতি (বাংলা একাডেমি ১৩৬৮)। ঘুমের মধ্যে মনের ক্রিয়াকলাপ যা বাস্তবে না ঘটলেও ঘটতে দেখা যায় (ডক্টর হায়াৎ মামুদ ২৮৪)। আরবিতে এর প্রতিশব্দ ' المنام', ' الرؤيا', ' الحلم',। শব্দগুলো আরবি ভাষায় সমার্থক শব্দ। একটি আরেকটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু-অবস্তুর ছবি যা ঘুমের মধ্যে দৃশ্যমান হয়। তবে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ এখানে কিছু স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার কিছু স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই উভয় স্বপ্নের জন্য পৃথক পৃথক শব্দ ব্যবহারের রীতি দেখা যায়। ভালো স্বপ্নের ক্ষেত্রে ' الرؤيا' শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কেননা ' الرؤيا' শব্দের অর্থ দেখা ও দৃশ্যমান হওয়া। ভালো স্বপ্নের ক্ষেত্রে বাস্তবে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়, তাই এ-ক্ষেত্রে ' الرؤيا' শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর মন্দ স্বপ্নের ক্ষেত্রে ' الحلم' শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কেননা, এর আসল অর্থ ঘুমের মধ্যে দেখা যৌনক্রিয়াকলাপ যার কোন বাস্তবতা নেই। তাই সকল মন্দ স্বপ্নের ক্ষেত্রে এ শব্দের প্রয়োগ করা হয় (ইবনু মানজুর ১২/১৪৫; আল কাসিমী ৬/১৮১)।

হাদীছ শরীফের বর্ণনায় স্বপ্ন তিন প্রকার

হাদীছ শরীফের ভাষায় স্বপ্ন তিন ভাগে বিভক্ত। আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, " الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ "। (ইবনু মাজা ২/১২৮৫।) এক প্রকার স্বপ্ন হলো সৎ ও পরিশুদ্ধ স্বপ্ন। ইহাকে "بُشْرَى مِنَ اللَّهِ", "الهام " ও "الرؤيا الصالحة" নামে অভিহিত করা হয়। ইহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি বিশেষ সুসংবাদ স্বরূপ। এ জাতীয় স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে নিয়োজিত এক বিশেষ ফিরিশতা দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বিভিন্ন বস্তু-অবস্তুকে চিত্রায়ণের মাধ্যমে বান্দাকে সুসংবাদ প্রদান করে থাকেন। স্বপ্নদ্রষ্টা এ জাতীয় স্বপ্ন দেখার পর অন্তরে এক প্রকার প্রশান্তি অনুভব করেন। দ্বিতীয় প্রকার হলো মানুষ জাগ্রতাবস্থায় যে সব বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত কল্পনা-জল্পনা ও চিন্তাভাবনা করে থাকে ঐ সব বিষয়ের অনুগামী কিছু চিত্র নিদ্রাবস্থায় তার দৃষ্টিতে ভেসে উঠে। উহাকে হাদীছ শরীফের পরিভাষায় 'حديث النفس' বলা হয় । তৃতীয় হলো, শয়তান মানুষকে বিচলিত ও বিষণ্ন করার জন্য ভয়ের উদ্রেক হয় এমন অসংখ্য ছবি ঘুমন্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে চিত্রায়িত করে। ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তি অনেক সময় ঐ জাতীয় স্বপ্ন দেখে খুবই চিন্তিতও বিচলিত হয়ে পড়ে। এ জাতীয় স্বপ্নকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় "الرؤيا السوء", " تخويف الشيطان", "أضغاث أحلام " ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

শেষোক্ত স্বপ্নদ্বয় পবিত্র হাদীছের ভাষ্য মতে অসত্য স্বপ্ন হিসাবে বিবেচিত। এ-সব স্বপ্নের নীতিগত কোনো ভিত্তি নেই এবং সুসংবাদ কিংবা দুঃসংবাদের বাহক হিসাবে এর কোনো মূল্য নেই। তবে প্রথমটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য শরী'আতে অনেক বেশি। ইহাকে অহীর ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ইহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে তাঁর বিভিন্ন গোপনীয় ও অদৃশ্য ভাণ্ডারের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করে থাকেন। পবিত্র হাদীছের ভাষায় ইহাকে আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথনের সাথে তুলনা করা হয়েছে (মুসলিম ৪/১৭৭৩)।

ইসলামে বিশুদ্ধ স্বপ্নের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

ইসলামে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বপ্নের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। ইহাকে অহীর অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সাধারণত এ-জাতীয় স্বপ্ন ঐ-জাতীয় লোকদের অর্জিত হয়, যারা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য ও নৈকট্য অর্জনে ধন্য হয়ে থাকেন। বিশেষত যারা উত্তম কর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি অন্তরের কুমন্ত্রণা ও মলিনতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে সক্ষম হয় এবং সত্য কথনে খুব বেশি যত্নশীল হয়, এমনকি ঠাট্টা-রসিকতা কিংবা কৌশলেও মিথ্যা না বলার চেষ্টা করেন, তারাই বিশুদ্ধ স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে কিছু হাদীছ নিম্নে পেশ করা হলো।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ كَلَامٌ يُكَلِّمُ بِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ

'উবাদাতা ইবনু ছামিত রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, মুমিনের স্বপ্ন হলো কথোপকথন, যাতে বান্দা তাঁর প্রভুর সাথে নিদ্রাবস্থায় কথা বলে (আদ্-দোলাভী ২/৮৭৩)।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ».فَقَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ. أَوْ تُرَى لَه

'আতা ইবনু ইয়াছার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আমার পরে নবুওয়্যাত অবশিষ্ট থাকবে না, তবে সুসংবাদ। তাঁরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ' ইয়া রাসূলাল্লাহ! সুসংবাদ কী? তিনি বললেন, তা হলো সত্যস্বপ্ন যা সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা দেখে থাকেন কিংবা তাদেরকে দেখানো হয় (মালিক ইবনু আনাস, ২/৯৫৭)। অনুরূপ একটি বর্ণনা আবূ হুরাইরা রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারী থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ

উম্মে কুরয আল-কা'বিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নুবুওয়্যাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তবে সুসংবাদ অব্যাহত রয়েছে (আদ-দারমী, ২/১৩৫৯; ইবনু মাজা, ২/১২৮৪।)। আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ « هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا

সামুরাতা ইব্নু জুনদাব বলেন, রাসূল সা. প্রতিদিন ফজর নামায শেষে সাহাবাগণের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বসতেন এবং তাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করতেন (মুসলিম ৪/১৭৮১)। ইমাম বায়হাকীর সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেন, 'مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرْهَا لَه ' কেউ স্বপ্ন দেখলে আমাকে বলো। আমি তাকে এর ব্যাখ্যা বলে দিবো (আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা* ২/২৬৭)। স্বপ্নের প্রতি রাসূল সা. যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা দ্বারাও স্বপ্নের মর্যাদা ও গুরুত্ব সহজে অনুমেয় হয়।

আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন অহীর অন্তর্ভুক্ত

সকল 'উলাম-ফুকাহা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, নবীগণের স্বপ্ন সত্য ও অহীর অন্তর্ভূক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাগ্রত ও নিদ্রা উভয় অবস্থায় শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে পবিত্র রেখেছেন। তাদের চর্মচক্ষু ঘুমালেও অন্তরচক্ষু সর্বদা জাগ্রত থাকে। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا" আমরা নবীদের জামাত। আমাদের চর্মচক্ষু ঘুমালেও আমাদের অন্তর ঘুমায় না (মালিক ইবনু আনাস, ১/৩৫৩)। ইমাম কুরতুবী রহ. নবীগণের স্বপ্ন অহীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে সকল উলামার ঐক্যমত হিসাবে দাবী করেছেন (আল-কুরতুবী, ১/৭৫)। তাই নবীদের জন্য অহীর মাধ্যমে প্রেরিত আদেশ-নিষেধ যেভাবে অবশ্য পালনীয়, তেমনিভাবে স্বপ্নযোগে যে সব প্রত্যাদেশ তাঁদের নিকট এসে থাকে তাও অবশ্য পালনীয়। ইমাম বুখারী রহ.সহ অসংখ্য হাদীছবিশারদ ইবনু 'আব্বাস- এর সূত্রে বর্ণনা করেন, "أَنَّهُ قَالَ: رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ" তিনি বলেন, নবীগণের স্বপ্ন অহীর অন্তর্ভূক্ত (আল-বুখারী ১/১৩৯; আত-তিরমিযী; ১/৬১)। এ কারণে দেখা যায় যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম তাদের অনেক কর্ম সম্পাদনা করেছেন একমাত্র স্বপ্ন দ্বারা আদিষ্ট হয়ে। যেমন ইবরাহীম আ. স্বপ্নের মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে স্বীয় সন্তান ইসমাঈল আ.কে যবেহ করার প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন (আল-কুরআনুল কারীম ৩৭ : ১০০-১০৫)। এমনিভাবে হুদাইবিয়ার স্বন্ধির সময় রাসূল সা. স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে সাহাবাদেরকে সাথে নিয়ে হজ্বব্রত পালন করছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করিয়া দেখাইয়াছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে। তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে (আল-কুরআনুল কারীম ৪৮: ২৭)। এভাবে একটি হাদীছে এসেছে, আ'য়িশা রা. বলেন, রাসূল সা.-এর প্রথম অহী শুরু হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। অতঃপর তিনি যা-ই স্বপ্নে দেখতেন তা সকালের উষার মতো সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রমাণিত হতো (আল-বুখারী ৯/৪৩; আহমদ ২/৯৬)।

সাধারণ লোকের সত্যস্বপ্ন অহীর অংশ স্বরূপ

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীছ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে যে, সত্যস্বপ্ন অহীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ। কোনো বর্ণনায় উহাকে ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ, কোনো বর্ণনায় সত্তর ভাগের একভাগ, কোনো বর্ণনায় চল্লিশ ভাগের একভাগ, কোন বর্ণনায় পঁঞ্চাশ ভাগের একভাগ, আবার কোনো বর্ণনায় পঁচিশ ভাগের একভাগ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। বর্ণনাগুলো একাধিক হাদীছ গ্রন্থে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছবিশারদগণ বর্ণনাসমূহকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং পরস্পরের মধ্যে সামাঞ্জস্যতা বিধানের চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হাদীছ ও এর ব্যাখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়্যাতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ (মুসলিম ৪/১৭৭৪)।

হাদীছটি ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমদসহ একাধিক হাদীছ বিশারদ তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে হাদীছটি একাধিক প্রসিদ্ধ সাহাবী যথা- আবূ হুরাইরা রা., আনাস রা., 'উবাদাতা ইবনু সামিত রা., আবূ সাঈদ রা., ইবনু 'উমর রা. ও আবূ রাযীন রা. প্রমূখগণ বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, " الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة "
সৎকর্মশীল মুসলিমের স্বপ্ন নবুওয়্যাতের সত্তরভাগের একভাগ (মুসলিম ৪/১৭৭৫)।
হাদীছটি ইবনু মাজা রহ. বিশুদ্ধ সনদসহ আবূ সাঈদ রা. ও ইবনু 'উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এমনিভাব ইমাম আহমদ রহ. ইবনু 'আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, “رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة” মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়্যাতের চল্লিশ ভাগের একভাগ। হাদীছটি ইমাম তিরমিযী আবূ রাযীনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন (আত-তিরমিযী ৪/১০৬)।

আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, “رؤيا المؤمن الصالح بشرى من الله وهي جزء من خمسين جزءا من النبوة”

সৎকর্মশীল মুমিনের স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ স্বরূপ এবং তা নবুওয়্যাতের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। হাদীছটি ইমাম তাবরানী 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তলিব-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন(আল-মুজামুল আওসাত ৬/৬৭)।

মুহাদ্দিসীনগণ হাদীছসমূহের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে সামাঞ্জস্যতা বিধাণের চেষ্টা করেছেন। এক. যে বর্ণনায় ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ বলা হয়েছে-এর ব্যাখ্যা হলো, রাসূল সা.-এর নিকট অহী আগমনের মোট সময় ২৩ বছর। ২৩ বছরকে ছয় মাস করে ভাগ করলে ছেচল্লিশ অংশ হয়। অন্য দিকে হাদীছ শরীফের বর্ণনা মতে নবুওয়্যাতের প্রথম ছয় মাস সত্যস্বপ্ন দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তাই স্বপ্নকে নবুওয়্যাতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ বলা হয়েছে। আর যে বর্ণনায় চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ ভাগের একভাগ বলা হয়েছে তাতেও ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ উদ্দেশ্য। তবে দশকগুলো গ্রহণ করে ভগ্নাংশগুলো বাদ দিয়ে চল্লিশ বলা হয়েছে অথবা ভগ্নাংশগুলো যোগ করে পঞ্চাশ বলা হয়েছে। আর যে বর্ণনায় সত্তরভাগের একভাগ বলা হয়েছে তাতে নির্দষ্ট কোন সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় বরং আধিক্য উদ্দেশ্য (পানীপথী ৫/১৩৯)।

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা মহাপাপ

বিবাদমান দুব্যক্তি বা দুদলের মধ্যকার দ্বন্ধ নিরসনের উদ্দেশ্য ব্যতীত সর্বাবস্থায় মিথ্যা বলা অন্যতম কবিরা বা বড় গুনাহ। তবে কোনো স্বপ্ন না দেখে; দেখেছে বলে বর্ণনা করা তা আরো জগন্য বড় গুনাহ। পবিত্র হাদীছে এসেছে,

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مِن أفرى الفِرى أن يُري عينيه ما لم تَرَ

ইবনু 'উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, নিশ্চয় বড় মিথ্যা সমূহের অন্যতম হলো কোনো বিষয়ে স্বপ্ন না দেখে; দেখেছে বলে বর্ণনা করা (আল-বুখারী, ৯/৪৩; আহমদ, ২/৯৬)। অপরদিকে হাদীছ শরীফে স্বপ্নকে অহীর অংশ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তাই কোনো স্বপ্নের দাবি করা এক প্রকার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হওয়ার দাবি করার নামান্তর। তাই না দেখে; দেখেছে বলে প্রচার করা মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে ঔদ্বত্যপূর্ণ আচরণের শামিল। আল্লাহ তা'আলা একাধিক আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ

তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট অহী হয়', যদিও তাহার প্রতি অহী হয় না (আল-কুরআনুল কারীম ৬:৯৩)।

অন্যদিকে সত্যস্বপ্নের প্রতি মানুষের অগাধ আস্থা ও ভক্তি রয়েছে। ফলে, না দেখে দেখার দাবি করা; মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার সাথে জঘন্য প্রতারণার শামিল। অন্য আকেরটি হাদীছে রাসূল সা. তিনটি মিথ্যাকে মহামিথ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এক. আপন পিতা ব্যতিত অন্য কাউকে পিতা হিসেবে দাবি করা। দুই. স্বপ্ন না দেখে দেখেছে বলে দাবি করা। তিন. রাসূল সা. বলেননি এমন কোনো বক্তব্যকে তিনি বলেছেন বলে দাবি করা (আল-বুখারী ৪/১৮০)।

আরেকটি হাদীছে রাসূল সাঃ মিথ্যাস্বপ্ন বর্ণনাকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ.

ইবনু 'আব্বাস রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো স্বপ্ন বর্ণনা করবে, যা সে দেখেনি; কিয়ামত দিবসে তাকে দুটি যবের মধ্যে গিট লাগাতে বাধ্য করা হবে, অথচ সে উক্ত কর্ম সম্পাদনা করতে কখনো সক্ষম হবে না (আল-বুখারী ৯/৪২; ইবনু মাজা ২/১২৮৯)।

স্বপ্ন দ্বারা কর্তব্য নির্ধারণ

ইসলামী শরী'আতে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কোনো কর্তব্য নির্ধারণ করা যায় না। যদি স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশিত কাজটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে স্বপ্নদ্রষ্টা ইচ্ছা করলে তা পূরণও করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পারেন। করা বা নাকরা কোনোটি জরুরী নয়। এমনিভাবে একজনের স্বপ্ন দ্বারা অন্যজনের উপর কোনো কিছুই কর্তব্য বা ফরজ হয় না। কারণ স্বপ্নের বিষয়টি খুবই জটিল ও অস্পষ্ট। তাই এর মাধ্যমে সুনিশ্চিতভাবে কোনো করণীয় নির্ধারন করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ প্রকৃত মুমিন বান্দা যদি স্বপ্নে আনন্দ ও সুখের কিছু দেখে থাকে, তাহলে আনন্দিত হওয়া উচিত। তবে এর দ্বারা কোনো নিশ্চিত বিধান প্রামন করা যাবে না, না নিজের উপর, না অন্যের উপর। হ্যাঁ শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে পালন করাতেও দোষের কিছু নয়।

স্বপ্ন পরকালের প্রতি বিশ্বাস আনয়নে সহায়ক

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে কোনো না কোনো কল্যাণ ও রহস্য নিহিত রেখেছেন। হয়ত কিছু ক্ষেত্রে মানুষ তা উদঘাটনে সক্ষম হয় আবার কিছু ক্ষেত্রে হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহা উহাদের অন্তবর্তী তাহা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই (আল-কুরাআনুল কারীম ২১:১৬)। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আসমান-যমীনের সৃষ্টি এবং দিন ও রজনীর পরিবর্তনে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে" (আল-কুরাআনুল কারীম ৩:১৯০)। অতএব চিন্তাশীলগণ চিন্তা করলে সহজে স্বপ্ন দ্বারা দু'টি রহস্য বা উপকারিতা উপলব্ধি করতে পারেন। একটি হলো- আত্মা এককভাবে সুখ-দুঃখ অনুভব করার বিষয়টি। অবিশ্বাসীরা মনে করে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বিলীন হয়ে যায় এবং দেহ নষ্ট হয়ে যায়। তাই মুত্যুর পর সুখ-দুঃখ অনূভবের বিষয়টি বোধগম্য ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এ-সব লোকদের জন্য এককভাবে আত্মা কিভাবে সুখ-দুঃখ অনুভব করে তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ ও উদাহরণ রয়েছে স্বপ্নের মধ্যে। কারণ স্বপ্নের মধ্যে মানুষের আত্মা সুখ-দুঃখ অনুভব করে, অথচ দেহে কোনো আঁচড় লাগেনা। এমনিভাবে পাশাপাশি দুজন ঘুমন্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন স্বপ্নে মহাবিপদে থাকলেও অপরজন তা অনুভব করতে পারেনা। এতে আল্লাহ তা'আলা কবরজগতে শুধুমাত্র আত্মার উপর শাস্তি দিতে সক্ষম তা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো- 'অহী'র প্রথা বন্ধ হলেও স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে একটি নুন্যতম যোগাযোগব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। যাতে করে মানুষ তাঁর মহান রবের কাছ থেকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় বার্তা লাভ করতে পারে। আর এ যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো স্বপ্ন। সকলে এর দ্বারা উপকৃত হতে না পারলেও তাঁর নেকট্যশীল বান্দাগণ এর দ্বারা প্রচুর উপকৃত হয়ে থাকেন।

মন্দ স্বপ্ন দেখার পর করণীয়

স্বপ্নদেখা মানুষের ইচ্ছাবহির্ভূত বিষয়। অনেক সময় মানুষ স্বপ্নে এমন মন্দ কিছু দেখে থাকে যা তার মনন ও দেহকে অবসাদগ্রস্থ করে তোলে। তখন তার করণীয় হলো, বিচলিত ও বিভ্রান্ত না হয়ে মনোবল দৃঢ় রাখা। রাসূল সা. হাদীছ শরীফে উক্ত সময় কয়েকটি কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। **এক.** পার্শ্ব পরিবর্তন করা। অর্থাৎ ডান দিকে থাকলে বাম দিকে ঘুরে যাওয়া, আর বাম দিকে থাকলে ডান দিকে ঘুরে যাওয়া। **দুই.** বাম দিকে তিন বার

থুথু নিক্ষেপ করা। তিন. তিনবার " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " বলে শয়তান ও তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া। **চার.** সম্ভব হলে উক্ত সময় নিদ্রা ত্যাগ করে দুই রাকা'আত নামাজ পড়া। **পাঁচ.** উক্ত স্বপ্ন কাউকে প্রকাশ না করা। **ছয়.** ভালো স্বপ্ন দেখলে, 'الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ' (অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যাঁর অনুগ্রহে সকল ভালো কর্ম পূর্ণতা লাভ করে) দু'আটি পাঠ করা। আর মন্দ স্বপ্ন দেখলে ' الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ' (সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য) দু'আটি পাঠ করা। **সাত.** রাত্রে নিদ্রার পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে রাসূল সা. যাকাতের মাল হেফাজতের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। একব্যক্তি এসে প্রতিদিন তা থেকে মাল কুড়িয়ে নিয়ে যেত। আবূ হুরাইরা রা. তাকে বন্দী করলে সে বলে, আমি তোমাকে একটি দু'আ শিক্ষা দিবো তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। তখন বলে, তুমি ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে পুরো রাত ফিরিশতার ফেহাজতে থাকবে এবং শয়তান কাছেও আসবে না। ঘটনাটি রাসূল সা. অবগত হওয়ার পর বলেন, সে হলো শয়তান। সে মিথ্যুক তবে তোমাকে সত্য বলেছে (আল-বুখারী ৩/১০১)।

উক্ত বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য কিছু আয়াত ও হাদীছ নিম্নে পেশ করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে আল্লাহর স্মরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যাহারা তাকওয়া অধিকারী হয় তাহাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চোখ খুলিয়া যায় (আল-কুরআনুল কারীম, ৭: ২০০-২০১।)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ، فَقَالَ: وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ، فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ»

হযরত আবূ সালমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কখনো আমি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখলে তা আমাকে রুগ্ন করিয়া দিতো। একদা আমি আবূ কাতাদা রা. কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বলেন, খারাপ স্বপ্ন আমাকেও রুগ্ন করিয়া দিতো। অতঃপর আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনলাম, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব কেহ ভালো কিছু দেখলে সে যেন তা প্রিয়জন ব্যতিত কাউকে না বলে। আর মন্দ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিন বার থুথুনিক্ষেপ করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তান এবং তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তা অন্য কারো নিকট প্রকাশ করবে না। অবশ্য উক্ত স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না (আল-বুখারী, ৯/৪৩; মুসলিম ৪/১৭৭২)। অনুরূপ একটি হাদীছ ইমাম মুসলিম আবূ কাতাদার সূত্রেও বর্ণনা করেছেন (মুসলিম ৪/১৭৭২)।

অপর হাদীছে রাসূল রা. ইরশাদ করেন,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ»

জাবির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ মন্দ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করবে এবং তিন বার 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' পাঠ করবে এবং বিদ্যমান পার্শ্ব পরিবর্তন করবে (মুসলিম ৪/১৭৭২)।

এভাবে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّهَا، إِنْ شَاءَ، وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ.

আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের কেহ পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, ইচ্ছা করলে সে তা প্রকাশ করবে, তবে খারাপ কিছু দেখলে তা কারো নিকট প্রকাশ করবে না (ইবনু মাজা ২/১২৮৫)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ» ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

হযরত 'আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. যখন কোনো ভালো স্বপ্ন দেখতেন তখন বলতেন ' الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ', আর যখন অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন তখন বলতেন ' الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ' (ইবনু মাজা ২/১২৫০)।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন অপরিহার্য

স্বপ্ন দেখার পর ভালো হোক মন্দ হোক; সকলের কাছে এর রহস্য ও ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করা উচিত নয় । কারণ, প্রথমতঃ সকল স্বপ্ন ব্যাখার উপযুক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ অনেক স্বপ্ন দেখতে কদর্য হলেও এর ব্যাখ্যা অনেক সুন্দর হয়। এমনিভাবে স্বপ্নের বই-পুস্তক খুলে নিজে নিজে একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো উচিত নয়। কারণ, ইহার জন্য গভীর জ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন হয়। তবে নিতান্তভাবে ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হলে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবে যিনি তাঁর জন্য কল্যাণকামী হয় এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে খুবই বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ হয়। কারণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ব্যাখ্যা করার পর স্বপ্নটি উক্ত ব্যাখ্যারই অনুগামী হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এসেছে, ইউছুফ আ. বলেন, 'قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ' যে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে (আল-কুরআনুল কারীম ১২:৪১)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রা. বলেন, যখন দুই কারা-সঙ্গীর জিজ্ঞাসার জবাবে ইউছুফ আ. বলিলেন, হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দুইজনের একজন তাহার প্রভুকে মদ্য পান করাইবে এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হইবে; অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখি আহার করিবে- এ কথা বলার পর কারা-সঙ্গীদ্বয় বলিল আমরা কিছুই দেখি নাই। আমরা মিথ্যা বলেছি এবং তোমার সাথে উপহাস করেছি। তখন ইউছুফ আ. বললেন তোমরা সত্য বলো কিংবা মিথ্যা বলো; যে বিষয়ে তোমরা জানতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়াছে (আল-হাকিম ২/৩৪৬)। অনুরূপভাবে একটি হাদীছে এসেছে, রাসূল সা, ইরশাদ করেন, ' الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ ' "যতক্ষণ স্বপ্ন কাউকে বলা না হয় কিংবা এর ব্যাখ্যা প্রদান করা না হয় ততক্ষণ এর উপামা হলো পাখীর পায়ের সাথে ঝুলন্ত বস্তুর মতো" (আবূ দাউদ ৪/৩০৫)। অর্থাৎ সাধারণত

পাখীর চরিত্র হলো, সে শুধু উড়তে থাকে কোথাও স্থির হয় না। স্বপ্নের উপামাও তেমনি, এর কোনো উল্লেখযোগ্য স্থিরতা কিংবা বাস্তবতা থাকে না, যতক্ষণ না এর ব্যাখ্যা করা হয়। অথবা পাখীর পায়ের সাথে ঝুলন্ত বস্তু যেরকম যেকোনো সময় নিচে পড়ে যেতে পারে, তেমনিভাবে স্বপ্নও অর্থহীন অবস্থায় পরিসমাপ্ত হতে পারে, যদি না এর কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। ইমাম তিরমিযী রহ.- এর বর্ণনায় সামান্য ব্যবধানে এভাবে বর্ণনা করেছেন, ' وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ ' (যতক্ষণ স্বপ্ন কারো কাছে প্রকাশ করা না হয় ততক্ষণ তা উড়ন্ত পাখীর পায়ের সাথে ঝুলন্ত বস্তুর মতো। উক্ত বস্তু যেরকম যে কোনো স্থানে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, উক্ত স্বপ্নও যে কোনো ব্যাখ্যা ধারণ করার ক্ষমতা রাখে যতক্ষণ তা কারো নিকট প্রকাশ করা না হয়।

অতএব স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো। যদি উক্ত স্বপ্ন মন্দ হয় তাহলে উক্ত স্বপ্ন কারো নিকট প্রকাশ না করে বেশি বেশি ইস্তেগফার করবে এবং বিচলিত ও অস্থির হবে না। আর যদি স্বপ্ন ভালো হয় তাহলে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরী। একটি হলো জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যেন স্বপ্নের ব্যাখ্যাজ্ঞানে অভিজ্ঞ হয়। দ্বিতীয়তঃ উক্ত ব্যক্তি যেন শত্রু না হয়। কারণ অভিজ্ঞ না হলে ভুল ব্যাখা করার ফলে খারাপ পরিনাম ডেকে নিয়ে আসতে পারে। আর শত্রু হলে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষতি সাধন করতে পারে। অথবা তার ভালো পরিণাম সম্পর্কে অবগত হয়ে তার উপর ঈর্ষান্বিত হতে পারে। একারণেই ইউছুফ আ-কে তাঁর পিতা ভ্রাতাদের নিকট স্বপ্ন প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন।

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, " لا تقصّ الرؤيا إلا على عالم أو ناصح " তোমরা স্বপ্ন একমাত্র ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ ও কল্যাণকামী লোকদের নিকট বলবে (আত-তিরমিযী, ৪/১০৭)। অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে, "فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب " কেউ স্বপ্নে ভালো কিছু দেখলে তাঁর উচিত হবে আনন্দিত হওয়া। তবে যে তাকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে বলবে না (মুসলিম, ৪/১৭৭২)। অপর হাদীছে রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তা যেন কারো নিকট প্রকাশ না করে এবং (দ্রুত নিদ্রা ত্যাগ করে) দাড়িয়ে নামাজ আদায় করে নেয় (আত-তিরমিযী ৪/১১৩)।

স্বপ্নে রাসূল সা.-এর দর্শন লাভ

যদি কেহ স্বপ্নে রাসূল সা.-এর দর্শন লাভ করে, তাহলে সে সত্যিই রাসূল সা.-কে দেখেছেন বলে গণ্য হবে। তাতে মিথ্যার অবকাশ নেই। কারণ এমনটি সম্ভব হলে, মানুষ বিভ্রান্ত হবে এবং অহীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এ জাতীয় শক্তি প্রদান করেননি। এ প্রসঙ্গে নিম্নের কয়েকটি হাদীছ প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে সত্যিই আমাকে দেখল। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে সক্ষম নয় (মুসলিম ৪/১৭৭৫)। উক্ত হাদীছটি শব্দের আংশিক পরিবর্তনসহ একাধিক সূত্রে একাধিক হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি বর্ণনাকারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আবূ হুরাইরা, আবূ কাতাদাহ, ইবনু 'আব্বাস, আবূ সা'য়িদ, জাবির, আনাস, আবূ মালিক আশযা'য়ি, আবূ বাকরাতা, আবূ জুহাইফা রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমূখ ছাহাবীগণ। ইমাম বুখারীর ছহীহ গ্রন্থে ' لا

'يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي' বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজার বর্ণনায় 'لَا يَتَمَثَّلُ بِي' বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ মুসলিমে 'فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي' বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে ছহীহ বুখারীর আরেক বর্ণনায় 'فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكَوَّنُنِي' বর্ণিত হয়েছে। উপরের বর্ণনাসমূহে যদিও দৃশ্যত শব্দের ভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু সব বর্ণনার ভাবার্থ খুবই কাছাকাছি ও সমার্থক। এর সারাংশ হলো- শয়তান রাসূল সা.-এর রূপ ধারণে সক্ষম নয়। তবে এখানে যে আলোচনাটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো- সাধারণত রাসূল সা.-কে দু'ভাবে দেখা সম্ভব। এক- রাসূল সা.-এর আসল রূপ ও বৈশিষ্ট্যে দেখা। দ্বিতীয়ত-যে কোনো রূপ বা বৈশিষ্ট্যে রাসূল সা.-এর পরিচয়ে কোনো কিছু স্বপ্নে দেখা। একদল 'উলামা মনে করেন, হাদীছ শরীফে বর্ণিত রূপ ও অবয়বে দেখলে, সত্যিসত্যি দেখেছে বলে পরিগণিত হবে। অন্যথায় নয়। এর জন্য প্রয়োজন হবে বর্ণিত গুণাবলির সাথে স্বপ্নকে মিলিয়ে নেয়া। আরেক দল 'উলামা মনে করেন, যে কোনো ভাবেই রাসূল সা.-এর পরিচয়ে কিছু দেখে থাকলে, সত্যিসত্যি রাসূল সা.-কে দেখেছে বলে গণ্য করা হবে। গবেষকের নিকট দ্বিতীয় মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কারণ এখানে মূল লক্ষ্য হলো অহী (প্রত্যাদেশ)কে নিরাপদ রাখা এবং রাসূল সা.-এর সম্মানকে হিফাজত করা। এই উদ্দেশ্যটি দ্বিতীয় অর্থ নেয়ার ক্ষেত্রে বেশি অর্জিত হয়। কারণ তাতে শয়তানের জন্য রাসূল সা.-এর রূপ ধারণ করার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। অন্য দিকে প্রথম অর্থ নিলে তিনটি সমস্যা দেখা দেয়। এক. স্বপ্নদ্রষ্টা আসলে রাসূল সা.-কে দেখেছে কি না- এ ক্ষেত্রে সংশয় ও অনিশ্চয়তার পথ উন্মুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত- স্বপ্নকে মিলিয়ে নেয়ার জন্য সব জায়গায় রাসূল সা.এর গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত লোক নাও থাকতে পারে। তৃতীয়ত- যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তিনি স্বপ্নের অনেক কিছু ভুলেও যেতে পারেন। ফলে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তাই দ্বিতীয় অর্থ খুবই যুক্তিগ্রাহ্য ও সহজসাধ্য। এতে করে সম্পূর্ণরূপে শয়তানের জন্য রাসূল সা.এর রূপ ধারণ করার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

১। মানুষ স্বপ্নদেখার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অপারগ।

২। স্বপ্ন ভালো হলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আর মন্দ হলে শয়তানের পক্ষ থেকে, এমনটি ধর্তব্য।

৩। সত্যস্বপ্ন অহীর অন্তর্ভূক্ত।

৪। মিথ্যা স্বপ্ন বলা মহাপাপ। তা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল।

৫। স্বপ্নে মন্দ কিছু দেখলে বিচলিত হওয়া উচিত না। তবে কয়েকটি কাজ করা উত্তম- ইস্তিগফার করা, পার্শ্ব পরিবর্তন করা, বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ কর, তিনবার আউযুবিল্লাহ পড়া, উক্ত স্বপ্ন কেহকে না বলা, ভালো স্বপ্ন দেখলে, 'الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ' (অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যাঁর অনুগ্রহে সকল ভালো কর্ম পূর্ণতা লাভ করে) দু'আটি পাঠ করা।

৬। খারাপ স্বপ্ন শত্রু কিংবা আপন কারো নিকট প্রকাশ না করা।

৭। ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা এমন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করা, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ এবং একই সাথে যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তার জন্য কল্যাণকামী।

৮। নবীগণের স্বপ্ন বিধান প্রমানের উপযোগী হলেও সাধারণ মানুষের স্বপ্ন বিধান প্রমাণের উপযোগী নয়।

৯। স্বপ্নে রাসূল সা.এর দর্শন লাভ করা সম্ভব। যদি কেউ স্বপ্নে রাসূল সা.কে দেখে থাকেন, তাহলে সে সত্যি সত্যি দেখেছে বলে ধর্তব্য। হোক তা যে কোনো অবস্থায়। কারণ শয়তান কোনোভাবেই রাসূল সা.-এর রূপ ধারণে সক্ষম নয়।

তথ্যসূত্র

আল-কুরআনুল কারীম।

আত-তাবরানী, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ, *আল-মু'জামুল কাবীর*, দারু ইয়াহয়িত্ তুরাছিল 'আরবি, ১৯৮৩ খৃ.।

আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, *আস-সুনান*, (তাহকীক: বাশ্শার 'উওয়াদ মারূফ), দারুল গরবিল ইসলামী, ১৯৯৮খৃ.।

আদ্-দারমী, আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দির রহমান, *আস্-সুনান*, (তাহকীক: হুসাইন ছালিম), দারুল মুগনী লিন্ নশার ওয়াত্-তাওযী', ২০০০খৃ./১৪১২হি.।

আদ্-দারমী, আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদির রহমান, *আল-মুসনাদ*, দারুল মুগনী লিন্-নশর, ২০০০খৃ./১৪১২হি.।

আদ্-দারমী, আবূ হাতিম মুহাম্মদ বিন হাব্বান, *মশাহীরু 'উলামায়িল আমছার*, দারুল ওয়াফা লিত্ তাবা'আ ওয়ান নাশার, ১৯৯১খৃ./১৪১১হি.।

আদ্-দোলাভী, আবূ বিশর মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হাম্মাদ, *আল-কুনা ওয়াল আসমা*, দারু ইবন হাযম, ২০০০খৃ./১৪২১হি.।

আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ, *আস্-সুনান*, আল-মাকতাবাতুল 'আছরিয়া, তাবি.।

আবূ বাকার ইবন আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার*, মাকতাবাতুর রশীদ, ১৪০৯হি.।

আল-কাসিমী, মুহাম্মদ জামালুদ্দীন ইবনু মুহাম্মদ, *মহাসিনুত্ তাবীল*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হি.।

আল- কুরতুবী, আবূ 'উমর ইউছুফ ইবন 'আব্দিল্লাহ, (তাহকীক: সালিম মুহাম্মদ 'আতা) দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০খৃ./১৪২১হি.।

আল-কুশাইরী, আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হুজ্জাজ, *আছ-ছহীহ*, (তাহকীক: মুহাম্মদ ফুআদ 'আব্দুল বাকী), দারূ ইয়াহয়িত্ তুরাছিল আরবী, তাবি.।

আল-বায়হাকী, আবূ বাকার আহমদ ইবনুল হুসাইন, *দলায়িলুন নবুওয়্যাত*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮খৃ./১৪০৮হি.।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, *আছ-ছহীহ*, দারূ তোকিত নাজাত, প্রথম সংস্করণ-১৪২২হি.।

আল-হাকিম, মুহাম্মদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ, মুসতাদরাক 'আলাছ ছহীহাইন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০খৃ.।

আহমদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ, মুআস্-সিসাতুর রিসালা, ১৯৯৯খৃ./১৪২০হি.।

আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনু 'আলী, *মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আছার*, আল-কাহিরা: দারুল ওয়াফা, ১৯৯১ খৃ.।

ইবনু খাল্লেকান, আবুল 'আব্বাস শামছুদ্দীন আহমদ ইবনু মুহাম্মদ, *ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান*, দারু ছাদির, তাবি.।

ইবনু মাজা, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ আল-ক্বাযভীনী, (তাহকীক: মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী) দারুল ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরবিয়্যাহ, তাবি. ।

ইবনু মানজুর, আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন 'আলী, *লিসানুল 'আরব*, দারূ ছাদির, ১৪১৪ হি.।

ইবনু হাব্বান, মুহাম্মদ ইবনু হাব্বান ইবনু আহমদ, *আছ-ছহীহ*, (তাহকীক: শু'আইব আল-নূত), মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৯৯৩ খৃ./১৪১৪হি.।

ডক্টর হায়াৎ মামুদ, *কিশোর বাংলা অভিধান*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৩ খৃ.।

পানীপথী, কাযী ছানাউল্লাহ, *আত্-তাফসীরুল মাযহারী*, মাকতাবাতুর রশীদিয়া, তাবি. ।

মালিক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, দারু ইয়াহয়িত্ তুরাছিল 'আরবি, ১৯৮৫ খৃ./১৪০৬ হি.।

বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি. ২০১৬ খৃ.।